38

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...16 JAN. 1996 ... ..
পৃষ্ঠা · 2 কলাম ·· [illegible] ......

# ভর্তি সমস্যা

রাজধানীর স্কুলসমূহে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে, রাজধানীর সরকারী স্কুলসমূহের প্রভাতী ও দিবা শাখার ১৭ শত ৫০টি আসনের জন্য ১৪ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। ইহাছাড়া রাজধানীর অন্যান্য নামকরা স্কুলগুলিতেও অনুরূপভাবে আসন সীমিত। এই আসনের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। রাজধানী ঢাকা ছাড়াও দেশের প্রধান প্রধান নগরগুলিতেও প্রসিদ্ধ স্কুলে ভর্তির সমস্যা কমবেশি সমান প্রকট। ইহার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের চিত্র ভিন্নরূপ। শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রধান প্রধান নগরগুলিরও নামকরা স্কুলগুলি বাদ দিলে আসনের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বেশি তো নাই, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই অনেক কম। ইহাই হইতেছে স্বাভাবিক চিত্র। অন্যদিকে নামকরা স্কুলগুলিতে একটি আসনের প্রার্থীর সংখ্যা অনেক। এই বিদ্যমান পরিস্থিতিতে স্কুলগুলির শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীর চাইতেও উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল অভিভাবকদের অবস্থা বেশি অসহায়। ভর্তি পরীক্ষারত স্কুলগুলিতে অপেক্ষমাণ অভিভাবকদের চিন্তিত মুখ দেখিলেই এই অবস্থার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

এমন নয় যে, সব স্কুলেই উপচাইয়া পড়া ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়। কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্কুলেই এই ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সব পিতামাতাই চান তাহাদের সন্তান-সন্ততি ভাল স্কুলে ভর্তি হউক। ভাল স্কুলগুলির প্রতি সকলেরই লক্ষ্য থাকা তাই খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বিদ্যমান ভর্তি সমস্যা দূর করিতে হইলে কেবল কয়েকটি স্কুলেই নয়, অন্যান্য স্কুলেরও সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইবে। দেশে যত আদর্শ ও ভাল স্কুল গড়িয়া ওঠে ততই মঙ্গল। এজন্য স্কুলগুলির বিদ্যমান সমস্যা দূর করিয়া সেখানে শিক্ষার উন্নত পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভাল স্কুলের সংখ্যা বাড়িলে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি লইয়া অভিভাবকদের এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়িতে হইবে না।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা সমস্যা বিদ্যমান। ইহার মধ্যে স্কুল পর্যায় হইতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র ভর্তি সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা কী প্রকট তাহা কাহারো অজানা নয়। আমাদের মত শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে ভর্তির ক্ষেত্রে যে জটিলতা চোখে পড়ে তাহা সর্বতোভাবেই অনভিপ্রেত। আমরা আশা করি, শিক্ষার প্রসার ও সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ভর্তি ক্ষেত্রে এইসব জটিলতা ও সমস্যা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। জীবনের শুরুতেই কোমলমতী শিক্ষার্থীরা যদি এভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং ভর্তির সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাহা হইবে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি বড় রকমের প্রতিবন্ধকতা। এজন্য আরও অধিকসংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং সমস্যাপীড়িত স্কুলগুলির সংকট মোচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করাই হইবে কাজের কাজ। আমরা মনে করি, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সমস্যাপীড়িত স্কুলগুলির উন্নতি বিধানে যত্নবান হইবেন। অনেক স্কুলেরই আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। কর্তৃপক্ষকে এসব দিকও লক্ষ্য করিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রের এইসব জটিলতা দূর করিয়া শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির ব্যবস্থা করা হইবে, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।